দুঃখের তিমিরে যদি...

স্বাধীনতা দিবসের বিশেষ সংখ্যায় দুঃখ, অন্ধকারকে দূরে রাখতে চেয়েছিলাম। জানাতে চাচ্ছিলাম আলোকিত বাংলাদেশের কথা। মঙ্গলালোকের সন্ধান করেছি। কিন্তু ব্যর্থ হলাম। চারিদিকে শুধুই তমসা। নেই এক বিন্দু জ্যোতির্ময় আলো। হতাশায় ডুবে যেতে যেতেও খুঁজে বেড়াচ্ছি মঙ্গলালোক। আশা আছে সন্ধান পাবার। এত শহীদের রক্ত তো বৃথা যেতে পারে না...

চারদিকে শুধু তমসা, ঘোর ঘনঘটা। সামনে কিছুই যেন নেই, আগামীকাল কি ঘটবে আমরা জানি না। বুঝতে পারছি না চারপাশে কি হচ্ছে। পক্ষ-বিপক্ষ লড়াইরত। লাশ পড়ছে। যেমন একদিন সকালে দেখা গেল ঢাকার সবুজ গাছগুলো পড়ে আছে মাটিতে। জনগণ জানে না লাশ কেন পড়ছে। কেন গাছগুলো কাটা হচ্ছে। গুলশানে ঐতিহ্যে পরিণত হওয়া 'এক নম্বর' বা 'দু'নম্বর' এখন বৃক্ষহীন। কেন কাটা হলো গাছগুলো। একজন গুলশানবাসী জানতে চাইলো কাটা হয়েছে বড় কোনো কাজে, বুঝলাম! কিন্তু গাছের বদলে ওখানে কি হবে? ডিজিটাল টিভি? দোকান হবে? নাকি বসবে ঝরনা বা আর্মি কামান? জনগণকে জানতে হবে কি ঘটছে!

বিমূর্ত হয়ে গেছে রাষ্ট্র, তার নেতৃত্ব।

এখন জনগণ ব্লাইন্ড ফোল্ড চোখে লাগিয়ে হাঁটছে যেন ব্লাইন্ড লেনের অন্তহীন যাত্রা। গণতন্ত্র আছে, জনগণই নির্বাচন করেছে, খুব ভালোভাবেই করেছে। কি হলো? সংসদ বসলো, শুরু হলো সাংসদদের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আলোচনা। বিজয়ীদের প্রায় অর্ধেক হলেন মন্ত্রী বা সমমর্যাদায় কিছু। পতাকা উড়লো গাড়িতে বাড়িতে। অন্যদল বয়কট করলো। কিন্তু সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে, ট্যাক্সবিহীন গাড়ি ক্রয় বা লাল পাসপোর্টে একশ' ভাগ সমর্থনে আপত্তি হলো না। আপত্তি হলো জনগণ বিষয়ক আলোচনা। কারণ কোরাম হয় না। কোরাম হলে শুরু হয় খিস্তি খেউড়। কোটি কোটি টাকার খিস্তি খেউড়। খিস্তি খেউড় ছাড়া মাঝে খুব গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন সংসদ নেত্রী বিপুল করতালির ভেতর। যেমন সেদিন বললেন, সাংবাদিকতার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে [বিপুল হাততালি! বাইরে থেকে আমরাও দিলাম। মিথ্যা তো নয়]। এরপর বললেন 'সাংবাদিকতার ওপর মাঝে মাঝে যেসব হামলার ঘটনা ঘটছে তার কারণ তার পেশা নয়, অন্য কিছু [আবার বিপুল ফাটানো করতালি। আমরা চুপ, বক্তব্যটা বুঝতে না পেরে]'। ব্যাখ্যায় তিনি বললেন, 'সাংবাদিকতার কারণে নয় স্থানীয় পর্যায়ে কোনো কারণে...'

সাংবাদিক শামছুর রহমানকে হত্যা করা হলো স্থানীয় কারণে, মানিক সাহাকে হত্যা করা হলো স্থানীয় কারণে! যে কারণেই হোক স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক কারণে কেউ কাউকে হত্যা করতে পারে। তার জন্য অন্য কেউ দায়ী হবে না? সরকার জান সংরক্ষণের দায়িত্ব নেবে না? তবে আমি কোথায় বাস করছি? যেমন হুমায়ুন আজাদকে হত্যার চেষ্টা হলো। কয়দিন পরে সংসদে বক্তব্য আসবে, ওসব বিষয়ে না লিখলেই হয়। আমরা সবার দায়িত্ব কিভাবে নেবো?

সরকার কারোর জীবনের নিশ্চয়তা এখন

দিতে পারছেন না। কিন্তু সরকারের বাইরে বিরোধী দলে থাকাকালীন গলা ফাটানো হয়েছিল, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দেয়া হবে, সন্ত্রাস দমন করা হবে!!!

এখন ২০০০-এর চিফ রিপোর্টারের নামে কাফনের কাপড় পাঠিয়েছে নিশ্চয়ই কোনো সন্ত্রাসী চক্র। হুমায়ুন আজাদ আক্রান্ত হলে কোনো সময় না নিয়েই সরকার ঘোষণা দিয়ে বসলো, বিরোধী দল এটা করেছে। অর্থাৎ সরকার জানে ঘটনাটা কারা করেছে। সরকারে বসে, প্রশাসনকে দিয়ে এ ধরনের বক্তব্যের দায় নিতে হয়। যদি সরকারের জানা থাকে এই কাফন কারা পাঠিয়েছে তা দেখে তাদের গ্রেপ্তার করা হোক।

তবু তো গোলাম মোর্তোজার নামে কাফনের কাপড় এসেছে। পুলিশ বাহিনী সচেতন হয়েছে। কিন্তু অন্য যেজন মৃত্যু পরোয়ানা ছাড়াই মারা যাবে সে তো নিশ্চিত থাকতে পারছে না। সাংবাদিকের সন্তানরা বাবা বেশি দেরি করলে ফোনে অস্থির করে তোলে 'বাবা তুমি কিভাবে ফিরছো বাড়ি'!

রাস্তায় ওঁৎ পেতে আছে আততায়ী। এক একজন আততায়ীর এজেন্ডা এক এক রকম। এই জনপদ যেন অরক্ষিত 'গেম পার্ক'। যার যাকে ইচ্ছে হত্যা করা যায়। একদিনে হয়নি। কিন্তু বাড়ছে হত্যা, অনিশ্চয়তা।

হত্যা হচ্ছে রাজনৈতিক কারণে। সন্ত্রাসীদের বখরা লড়াইয়ে হত্যা হচ্ছে। পাড়ার মাস্তানরা রাজপথে লড়াই করে ক্ষমতা মেরুকরণ করছে স্থানীয় পর্যায়ে। ভাই মারছে বোনকে, প্রেমিক হত্যা করছে প্রেমিকার ভাইকে। পাড়ার মেয়েটি সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। সন্তানকে হত্যা করছে নতুন প্রেমিকের প্ররোচনায়। হত্যাই এখানে দিনান্তের একমাত্র সংবাদ।

প্রশাসন কার্যত অচল।

শান্তি আছে, প্রশান্তি আছে শুধু দুটি ভবনে। পৃথিবীর সব ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন এই দুই ভবন সংরক্ষিত। রাষ্ট্রীয় সকল বাহিনী নিশ্চিত নিশ্ছিদ্র রেখেছে দুটো ভবন। দেশের খবর, দিনান্তের খবরও সেখানে পৌঁছায় না।

এখন দেশের কেন্দ্রবিন্দু এ দুটি ভবনই।

বাইরে আর এক প্রতিযোগিতা। সারাদেশ পোস্টারে ভরে গেছে অভয়বাণী দিয়ে। চেনা মুখরাই পোস্টার ছেপে বলছে 'রাজপথ ছাড়িনি', 'দখলে রেখেছি রাজপথ'!

স্বাধীন দেশের স্বাধীন রাজপথে দখলদার বাহিনী নেমেছে, দখলে নিয়েছে! এরা কারা 'অপারেশন ক্লিন হার্টের' ওয়ানটেড তালিকা খুললেই পাওয়া যাবে। সেটা পরের কথা। স্বাধীন দেশের স্বাধীনতা যদি ব্যক্তি দখলে যায় তবে স্বাধীনতা দিবসে আমরা কি লিখবো? আবার স্বাধীনতা চাইবো নতুন দখলদার বাহিনীর হাত থেকে?

॥ ২ ॥

এতো ভোটে জিতে এসে জনগণকে বিশ্বাস না করে নতুন 'দখলদার' বাহিনী দিয়ে রাজপথ দখল করছেন কেন সরকার প্রধান? কেন বিশ্বাস হারাচ্ছেন জনগণের ওপর। 'দখলদার'রা নয়, জনগণই তাকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় এনেছে।

জনগণ এখন শাখের করাতের মুখে পড়েছে। ধমক দিচ্ছে আওয়ামী লীগের জলিল। তার ধমক হচ্ছে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে ক্ষমতা থেকে সরকার নামিয়ে ছাড়বে। কে নামাবে? জনগণ? জনগণ কি তৈরি? তিনি বলেছেন আল্লাহ ছাড়া এ পতন কেউ ঠেকাতে পারবে না। কে থাকছে জলিলের সঙ্গে? কে কথা দিয়েছে ৩০ তারিখের মধ্যে জোট সরকারের পতন ঘটাবে? কোথা থেকে তিনি কথা পেয়েছেন! এ এক আশ্চর্য ধাঁধা। জনগণ জানছে না। কিন্তু এক দলের দখলদার বলছে রাজপথের দখল ছাড়বো না, এরপর খবর

স্বাধীন দেশের স্বাধীন রাজপথে দখলদার বাহিনী নেমেছে, দখলে নিয়েছে! এরা কারা 'অপারেশন ক্লিন হার্টের' ওয়ানটেড তালিকা খুললেই পাওয়া যাবে। সেটা পরের কথা। স্বাধীন দেশের স্বাধীনতা যদি ব্যক্তি দখলে যায় তবে স্বাধীনতা দিবসে আমরা কি লিখবো?

আসবে গ্রামগঞ্জ থেকে। দখল হচ্ছে হাটবাজার, হাইওয়ে, কলকারখানা। হয় এ পক্ষ করবে অথবা অন্যপক্ষ। গণতন্ত্রের এখন নিয়ন্ত্রক দখলদার বাহিনী। ব্যালট নয়, রাজপথের যুদ্ধে যেন নির্ধারিত হবে সরকারের ক্ষমতায় না থাকা। জনগণ দাঁড়াবে কোথায়? সংসদ রাখার দরকার কি? পালতে হবে কেন ৩০০ জনকে ট্যাক্সের পয়সায়?

॥ ৩ ॥

জোট সরকারের সহযাত্রীরা '৭১ সালে ছিল হানাদার বাহিনীর সহযাত্রী। তারা তাদের রাজনীতি ধর্মের মোড়কে নানা নামে বাজারজাত করছে। সরকারের বদান্যতায় এরা ধর্মের মোড়কে প্যারালাল সরকার চালাচ্ছে গ্রামেগঞ্জে। সরকারে অংশীদারিত্বে তো আছেই। তার সঙ্গে যে কোনো বিষয়ে শাসনতন্ত্র লঙ্ঘন করছে। ধর্মের নামে হত্যা রায় ঘোষণা করছে। যেমন কেউ তাদের ইচ্ছে মতে মুসলমান নয়, তাদের বাতিল কর। রাষ্ট্রের আইন তাদের বাধা দেয় না। তারা যে কোনো ব্যক্তিকে 'মুরতাদ' ঘোষণা করে ফাঁসি দিচ্ছে। সরকারের কোনো বক্তব্য নেই। মধ্যযুগীয় চার্চের মতো তারা পশ্চিমা ধাঁচে নিজস্ব ক্ষমতাবলয় তৈরি করে রাখছে। ধর্মের বিষয়ে কেউ কথা বলতে পারবে না তারা ছাড়া। কিন্তু ইসলাম কি এক মসজিদের অশিক্ষিত মওলানাকে ক্ষমতা দিয়েছে অন্য একজন মুসলমানকে মুরতাদ বা কাফের বলার! একজনের মুসলমানত্বকে খারিজ করতে পারে- ওই রাজনৈতিক ক্যাডার মওলানা? গ্রামগঞ্জের জীবন এরা অতিষ্ঠ করে তুলেছে ফতোয়া দিয়ে! ফতোয়া কি যে কেউ দিতে পারে? পারে না। কিন্তু রাষ্ট্র ধর্মের নামে কোনো বক্তব্যকে ইচ্ছে মতো চলতে দিলে মানুষের জীবন কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? এরা একদিকে এসব ঘোষণা দিচ্ছে, অন্যদিকে ধর্মের আলখেল্লার নিচে লুকিয়ে রেখেছে আততায়ীর কৃপাণ। যে '৭১ সালে বাঙালিদের পিঠে বসিয়েছিল। এখন আবার তারা নতুন করে শান দিয়েছে সেই তলোয়ারে, সেই ছুরিতে। কিন্তু রক্তের দাগ এখনো আছে, শহীদের রক্ত লাগলো ছুরি। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় আততায়ী যেন পাশেই রয়েছে। ধর্মের নামে সেটা নেমে যে কোনো সাধারণ মানুষের পিঠে গিয়ে বসবে। সরকার কিছু বলবে না কারণ বিষয়টা ধর্মীয়।

অন্যদিকে সাইফুর, আলতাফ ও সন্ত্রাসীরা মিলে দ্রব্যমূল্যের লালঘোড়া ছেড়ে দিয়েছে লাগামহীন। ওটা ছুটছেই। স্কুল-কলেজে পড়াশোনা নেই, আছে কোচিং-এ। চাকরি হচ্ছে মাদ্রাসা পাসদের। হচ্ছে বিদেশ থেকে পড়ে এলে। ভালো ছাত্ররা বাতিল হয়ে যাচ্ছে বিদেশ ফেরতদের কাছে। চিকিৎসার জন্য পাশের দেশের প্যাকেজের ওপর নির্ভরশীল।

তবে সরকারের করণীয় থাকলো কি?

শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকা?

কিসের জন্য?

এই সরকারের অপরাধের বিচার যদি কোনোদিন হয় তবে তা হবে গণতন্ত্রকে সন্ত্রাসীদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য। যে অপরাধ আওয়ামী লীগও করছে। সেই ক্ষমতায় তারা ৩০ এপ্রিলের কথা বলছেন? ১ মে বিএনপি তার জবাব দেবে বলেছে। চমৎকার। লড়াই জমবে ভালো।

ঘোর তমসায় জনগণের দর্শক হওয়া ছাড়া কি করার আছে? ইতিহাস তা বলে না। ইতিহাস বলে পাকিস্তানি ট্যাঙ্কের সামনে জনগণ ফুঁসে উঠলে ট্যাঙ্কের গতি থেমে যায়। জোট সরকারের সহযাত্রীদের বিএনপি প্রধান জিজ্ঞেস করতে পারেন '৭১-এর স্মৃতি থেকে কিছু বলতে। কিভাবে প্রথমে ছুরি বসিয়েছিল এবং পরে কিভাবে পালিয়েছিল।

রাজপথ দখল করে ক্ষমতা কতদিন টিকবে? খালেদা জিয়া সেদিন জলিলের কথার উত্তরে বলেছেন, তারিখের ভয় দেখাবেন না। আড়াই বছর অপেক্ষা করুন!

ঘোর তমসায় জনগণ ভয় পেয়েছে। বাকি আড়াই বছরও এই তমসা থাকবে? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনগণকে ভয় দেখাবেন না। বলুন, আপনারা আমার সঙ্গে থাকুন ঘোর তমসায় আলো আসবেই। আমিই আনবো।

বিশ্বাস না করুন তবু বলুন। এটাই গণতন্ত্রের ভাষা।

দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে মঙ্গলালোক তবে তাই হোক ...